সংবাদ

তারিখ ..18.DEC.2017....
পৃষ্ঠা ...৫.. কলাম..... ৬.....

প্রাথমিক শিক্ষাকর্তা দোষ চাপালেন এটিওর ওপর

কলাপাড়ায় বার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে ভুলের ছড়াছড়ি!

সংবাদদাতা, কলাপাড়া (পটুয়াখালী)

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় প্রাথমিক পর্যায় চতুর্থ শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষার ইংরেজি প্রশ্নপত্র হয়েছে ১০৪ মার্কের। একই শ্রেণীর ধর্ম প্রশ্নে ভুলের ছড়াছড়ি। প্রথম শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি ও ধর্ম বিষয়ের পরীক্ষা পৃথক তারিখে হলেও একই পৃষ্ঠায় ছাপানো হয়েছে দুটি বিষয়ের প্রশ্ন। এ কারণে পরীক্ষার আগেই শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা জেনে গেছে পরবর্তী পরীক্ষায় কি প্রশ্ন আসছে।

কলাপাড়া উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে ছাপানো এ ভুলে ভরা প্রশ্নেই অনুষ্ঠিত হয়েছে উপজেলার ১৭১ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষা। অথচ এ ভুল শুধুই 'ভুল' দাবি করে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মনির লাল সিকদার গোটা ভুলের জন্য দায়ী করলেন পরীক্ষা কমিটির সদস্য সচিব এটিও আবুল বাসারকে। তবে এটিও আবুল বাসার তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন প্রশ্নে কিছু ভুল হয়েছে। তা অনিচ্ছাকৃত।

তথ্য অনুসন্ধানে দেখা যায়, চতুর্থ শ্রেণীর ইসলাম ধর্ম বিষয়ের এক নং প্রশ্নের ১৮ নং সঠিক উত্তর লেখ প্রশ্নে নবীদের সাথে একজন শিক্ষকের বক্তৃতা তুলনা করা হয়েছে। প্রশ্নে উল্লেখ করা হয়েছে- নুর বাহাদুর স্যার সুন্দর বক্তৃতা করতে পারেন। কোন নবীল (হবে নবীর) সাথে তার এ গুনটি সাদৃশ্য পূন্য। (ক) হযরত লূত (আ), (খ) হযরত দাউদ (আ), (গ) হযরত শুইয়াব(আ), (ঘ) হযরত হুদ (আ)। একই বিষয়ের দুই নং সঠিক উত্তর প্রশ্নে 'আমরা কোন বাক্য দ্বারা শিরককে বাতিল বলে ঘোষনা দেই' যে চারটি অপশন দেয়া হয়েছে সেখানে ক নম্বর অপশনে অল্লাহ আকবর লেখা হয়েছে। সঠিক হবে 'আল্লাহ আকবর'। ছয় নং সঠিক উত্তর প্রশ্নের উত্তর অপশনে ভুলে লেখা হয়েছে 'রোব্বার হামহুমা কামা রাব্বইয়াণী সগিরা'। '১৪ নং প্রশের উত্তরে শিক্ষক মহোদয় এর স্থানে লেখা হয়েছে 'শিক্ষক মহোদায়'। ২১ নং প্রশ্নে 'তোমার বড় মামা' সঠিক শব্দ হলেও ভুলে লেখা হয়েছে তোমার 'বর মামা'। ৩১ নং প্রশ্নে কাদীর শব্দের অর্থ কি প্রশ্নে খ অপশনে দেয়া হয়েছে শর্বশক্তিমান। যা হবে সর্ব 'শক্তিমান'। ৩২ নং প্রশ্নে ইমান মুজমাল অর্থ কি প্রশ্নের উত্তরের গ নং অপশনে ভুলক্রমে লেখা হয়েছে 'বিস্তারিক বিশ্বাস'। চার নং প্রশ্নের ঙ নং উত্তর অপশনে সত্য মানুষকে মুক্তি দেয় এর জায়গায় ভুলে লেখা হয়েছে 'সত্য মানুষতে' মুক্তি দেয়। পাঁচ নং প্রশ্নের 'ছ' নং অপশনে 'সুরা আনসার' অর্থসহ বাংলায় লিখতে বলা হয়েছে। যা হবে সুরা 'আননাসোর'। অথচ পরীক্ষার হলে কোন শিক্ষকই এ ভুলে ভরা প্রশ্ন কারেকশন করে দেয়নি। এ কারনে শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের অর্থ বুঝতে না পেরে অনেকেই শতভাগ প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারেনি।

প্রথম শ্রেণীর বাংলা উত্তর পত্রের এক নং প্রশ্নে খালি ঘরে সঠিক বর্ণটি বসাও। এখানে "ণ" পর দুটি খালি ঘর রেখে "ধ"লেখা হয়েছে। অথচ খালি ঘর হবে তিনটি। এখানে "দ" লেখার জন্য কোন খালি ঘর রাখা হয়নি। আবার "ধ" এর পর দুটি খালি ঘর রেখে লেখা হয়েছে "প"। যা ভুল। এ প্রশ্নের প্রতিটি খালি ঘরই বিভ্রান্তিমূলক। যাতে শিশু শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা সঠিক শব্দ জেনেও ভুল খালি ঘরের কারনে সঠিক উত্তর লিখতে পারেনি। দুই নং প্রশ্নে ক থেকে ম পর্যন্ত বর্ণমালা লিখ প্রশ্নে ১৮টি খালি ঘর করা হয়েছে। অথচ বর্ণ হবে ২৫টি।

প্রথম শ্রেণীর পরীক্ষায় সবচেয়ে বড় ভুল করেছে পরিবেশ পরিচিতি এবং ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের প্রশ্ন করা হয়েছে একই পাতায়। গত ১৪ ডিসেম্বর ধর্ম বিষয়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরিবেশ পরিচিতি পরীক্ষা ১৮ ডিসেম্বর। একই পাতায় দুই বিষয়ের প্রশ্ন করায় ধর্ম পরীক্ষার সময়ই শিক্ষকরা জেনে গেছেন পরিবেশ পরিচিতি পরীক্ষায় কি প্রশ্ন আসবে। যা ইতিমধ্যে শিক্ষকদের পরিচালিত কোচিং ক্লাসে ফাঁস হয়ে গেছে। তবে এটা শুধুই "ভুল" দাবি করেন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট এটিওরা। তারা নিজেদের পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বলেন প্রশ্ন এক পাতায় করা হলেও পরীক্ষার আগে শিক্ষকদের বলেছেন প্রশ্ন ছিঁড়ে বা কেটে পরীক্ষা নেয়ার জন্য এতে প্রশ্ন ফাঁস হবে না।

অনুসন্ধানে জানাযায়, কলাপাড়া উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস থেকে বার্ষিক পরীক্ষার জন্য ছাপানো প্রশ্নপত্র প্রতিটি বিষয়ের পৃথক প্যাকেট করে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ে দেয়ার নিয়ম থাকলেও এবার ছয়টি বিষয়ের প্রশ্ন এক প্যাকেটে ঢুকিয়ে প্রদাণ করা হয়েছে। এ কারনে গত ১২ ডিসেম্বর শুরু হওয়া পরীক্ষা শুরুর দিন ইংরেজি বিষয়ের প্রশ্ন বের করতে গিয়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা অবাক হয়ে যান। এ কারনে পরীক্ষা শুরুর আগেই শিক্ষক ও অনেক ছাত্র-ছাত্রী জেনে যায় বিভিন্ন বিষয়ের প্রশ্ন। এমনকি অনেক শিক্ষক পরিচালিত কোচিং সেন্টারগুলোতেও সেই প্রশ্ন ফাঁস হয়ে যায়।

একাধিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষকরা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, এবারই প্রথম এক বান্ডিলে ছয়টি বিষয়ের প্রশ্ন দেয়া হয়েছে শিক্ষা অফিস থেকে। যা পেয়ে তারাও বিব্রত। কেননা প্রথম পরীক্ষার প্রশ্ন বের করতে গিয়ে তারা এই ভুল বুজতে পেরেছেন। এতে প্রথম দিনই অনেক শিক্ষক ছয়টি বিষয়ের প্রশ্নই দেখেছেন। তবে শিক্ষকরা প্রশ্ন আউট হয়নি বলে জানান। একাধিক অভিভাবক জানান, যদি ইংরেজি বিষয়ে ১০৪ মার্কের পরীক্ষা হয় তাহলে যে শিক্ষার্থী সব প্রশ্নের উত্তর সঠিকভাবে লিখেছেন তাদের কতো নম্বর দিবেন? আর যারা সব পারেনি তাদের কি হবে? আর ধর্ম প্রশ্নে এতো ভুলের সাথে জড়িত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার দাবি করছেন অভিভাবকরা।

চাপলী বাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাসুদুর রহমানের কাছে এ ভুলে ভরা প্রশ্নে পরীক্ষা নিয়েছেন কিভাবে জানতে চাইলে প্রশ্নে যে ভুল আছে এ বিষয়টিই তিনি জানেন না বলে জানান। একইভাবে অনেক শিক্ষকই এ প্রশ্ন ভুলের বিষয়টি বুঝতে পারেন নি।

ইংরেজি শিক্ষক আশীষ কুমার কীর্তনীয়া জানান, তিনি ইংরেজি বিষয়ে যে ১০৪ মার্কের উত্তর দিতে হয়েছে তা জানেন না।

কলাপাড়া মোজাহার উদ্দিন বিশ্বাস ডিগ্রি কলেজ এর সাবেক উপাধ্যক্ষ নুর বাহাদুর বলেন "ধর্ম পরীক্ষার যে প্রশ্নে নুর বাহাদুর স্যার সুন্দর বক্তৃতা করতে পারেন" প্রশ্নে তাঁকে যে নবীর সাথে তুলনা করা হয়েছে তা সত্যিই নিন্দনীয়। প্রশ্নে উল্লেখিত নুরবাহাদুর তিনি কিনা এ বিষয়টি উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে তিনি জানতে চেয়েছেন। তিনি কোন সঠিক উত্তর দিতে পারেননি এবং নবীর সাথে একজন শিক্ষককে তুলনা করা ভুল হয়েছে বলে শিক্ষা কর্মকর্তা মনি লাল সিকদার তার কাছেও স্বীকার করেন। তিনি বলেন, ধর্ম একটি স্পর্শকাতর বিষয়। এ বিষয়ে প্রশ্ন করার আগে আরও সতর্ক হওয়া উচিত ছিলো।এ ব্যাপারে কলাপাড়া উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মনিলাল সিকদার বলেন, তিনি এ প্রশ্ন করেননি এবং ভুলের বিষয়ে তিনি জানেন না। পরীক্ষার প্রশ্ন করেছেন এটিও আবুল বাসার ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষকরা। যদি ভুল হয় তারা করেছেন। তবে বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হবে বলে জানান। এছাড়া একই প্রশ্নে দুটি বিষয়ের পরীক্ষা নেয়াও ভুল হয়েছে বলে স্বীকার করেন। তবে প্রশ্ন আউট হয়নি বলে জানান। পরীক্ষা কমিটির সদস্য সচিব এটিও আবুল বাসার এ ভুলের কথা স্বীকার করে বলেন- ক্লাস ফোরের ধর্ম পরীক্ষার এক নম্বর প্রশ্নের ১৮ নম্বর উত্তরে একজন শিক্ষককে নবীর সাথে তুলনা করা ভুল হয়েছে। তিনি শারীরিক অসুস্থ থাকায় সঠিকভাবে প্রশ্ন অডিট করতে না পারার কথা স্বীকার করেন।